একক ৩৫ ❐ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

গঠন

৩৫.১ উদ্দেশ্য

৩৫.২ প্রস্তাবনা

৩৫.৩ মূলপাঠ

৩৫.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

৩৫.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

৩৫.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি

৩৫.৪ সারাংশ

৩৫.৫ অনুশীলনী

৩৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে—

- বুঝে নিতে পারবেন, কীভাবে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীরের গঠন অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।
- বাংলায় লেখা অসংখ্য কবিতার উচ্চারণে ভঙ্গি যে কেবল ৩-রকমের ছন্দরীতিতেই ভাগ হয়ে যায়, এই তথা আপনার কাছে স্পষ্ট হবে, এবং কোন কবিতা কোন ছন্দ রীতিতে লেখা, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তা আপনার কানে ধরা পড়বে।
- যেকোনো বাংলা কবিতা সঠিক ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামা আর সঠিক সময় ধরে উচ্চারণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- অজানতে হোক বা জেনেশুনে হোক, ছন্দের কোনো-কোনো নিয়ম মেনে চলতে কবিরা যে বাধ্য, এই সত্য বুঝে নিয়ে যেকোনা কবিতার ছন্দ বিচার করতে পারবেন।
- ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝে নিয়ে ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত কবিতা লেখা সহজ হতে পারে।

৩৫.২ প্রস্তাবনা

সব কবিতা ছন্দের দিক থেকে একই রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয় না, একই কবির লেখা হলেও নয়, একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও না হতে পারে। এই রীতি বা পদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নির্ভর করে কবি যে নীতিতে

ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কবিতাটি লিখবেন, তার ওপর। বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ক′ -রকমের হতে পারে, এ নিয়ে বহু বছর ধরে বিস্তর বিতণ্ডা চালিয়ে অবশেষে ছান্দসিকেরা মোটামুটি একমত হলেন, বাংলা কবিতায় কবিরা প্রধানত ৩-ধরনের ছন্দরীতিই ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যার বিতর্ক কেটে গেলেও নামের বিতর্ক এখনো কাটেনি। তবে, বিতর্ক থাকলেও প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের তৈরি ৩-জোড়া নামই ছন্দজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রিয়। এই এককের মূলপাঠ থেকে বাংলা কবিতার ছন্দরীতি বুঝে নিয়ে আপনারাই স্থির করতে পারবেন—কোন নাম কতখানি সার্থক।

৩৫.৩ মূলপাঠ

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি যে ৩টিই, এটা স্থির হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ছান্দসিক পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে ৩টি ছন্দরীতির ৩টি করে নাম সুপারিশ করে গেলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি বহাল রইল প্রবোধচন্দ্র অমূল্যধনের তৈরি নাম। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান ; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান ; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। কখনো দুজনের পদ্ধতি মেনে, কখনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরপর ৩টি ছন্দরীতির আলোচনা করা হচ্ছে এই এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করে। এক-একটি অংশে পাবেন এক-একটি রীতির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দলের মাত্রা, সঙ্গে থাকবে দৃষ্টান্ত।

৩৫.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখলেন দলবৃত্ত। আবার, অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্ততপক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। নীচের দৃষ্টান্তগুলি একটা-একটা করে উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন ঃ

(১) প্রতিটি দলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে কেটে)।

(২) যে দলের মাথায় মাত্রাচিহ্নের (১) ওপর রেফ্-চিহ্ন দেওয়া হল, তার উচ্চারণে আশপাশের অন্য দলের তুলনায় বাড়তি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়েছে।

	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১ ১ ১	১		
১.	হায়্ রে	কবে	কেটে	গেছে	কালিদাসের্	কাল	‖	=৪ + ৪ + ৪ + ১
	১ ১ ১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১		
	পন্ডিতেরা	বিবাদ্	করে	লয়ে	তারিখ্	সাল্	‖	=৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ | ১ ||

২. ইল্‌শে   গুঁড়ি | ইল্‌শে   গুঁড়ি | ইলিশ্‌   মাছের | ডিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১   ১ ১   ১ ১ | ১ ||

ইল্‌শে   গুঁড়ি | ইল্‌শে   গুঁড়ি   দিনের   বেলায় | হিম্‌ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

লক্ষ করুন, ২টি দৃষ্টান্তেই প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাথায় ১টি করে মাত্রার সংকেত। এটাও লক্ষ করুন, শ্বাসাঘাত পড়ছে প্রতিটি রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের ওপর, যে-পর্বে রুদ্ধদল নেই সেখানে অবশ্য শ্বাসাঘাত পড়ছে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) ওপর।

প্রতিটি চরণের ডানদিকে দেওয়া অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার, শেষে অপূর্ণ পর্ব ১-মাত্রার। এ ছন্দরীতিতে প্রায় সব পূর্ণপর্বই ৪-মাত্রার হয়ে থাকে। তবে, প্রবোধচন্দ্র দলবৃত্ত রীতির কোনো কোনো পর্বে ৭মাত্রা ধার্য করে থাকেন। দেখুন এই দৃষ্টান্ত দুটি—

১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ | ১ ১   ১ ১

১. আগুনের্‌   পরশ্‌মণি | ছোঁয়াও   প্রাণে   = ৭ + ৪

১ ১ ১   ১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১

এ জীবন্‌   পুণ্য্য   করো | দহন্‌   দানে   = ৭ + ৪

১ ১ ১   ১ ১ ১ ১

২. বাবুদের্‌   তাল্‌পুকুরে   = ৭

১ ১ ১   ১ ১ ১ ১

হাবুদের্‌   ডাল্‌পুকুরে   = ৭

১ ১   ১   ১ ১   ১ ১

সে কি   বাস্‌   কর্‌লে   তাড়া   = ৭

১ ১   ১   ১ ১   ১ ১

বলি   থাম্‌   একটু   দাঁড়া   = ৭

অমূল্যধন ৭-মাত্রার প্রতিটি পর্বই দুভাগে ভাগ করে নেবেন—হয় ৩+৪ মাত্রার ২টি পর্বে, না-হয় ৩-মাত্রার প্রথম পর্বটিকে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করে, ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব বের করে আনবেনই।

৩৫.৩.২ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে আগেই জেনেছেন—১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি ; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম **কলাবৃত্ত**।

প্রবোধচন্দ্র শেখালেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনও এ কথাই বলেন একটু অন্যরকম ভাষায়। তাঁর কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম **ধ্বনিপ্রধান**।

নীচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে-কেটে)।

(২) প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ২-মাত্রার (টেনে-টেনে)।

	১ ১	১ ১	২ ১ ১	১ ১	২		
১.	খ্যাতি	আছে	সুন্‌দরী	বলে	তার্		= ৪+৪ +৪
	১ ১	১ ১	২ ১১	১ ১	২		
	ত্রুটি	ঘটে	নুন্ দিতে	ঝোলে	তার্		= ৪+৪ +৪
					(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)		
	১ ২ ১ ১	২ ১ ১১	১ ১ ১	১ ১	২		
২.	নূতন্ জাগা	কুন্‌জবনে	কুহরি	উঠে	পিক্		= ৫+৫+৫+২
	১ ২ ২	২ ১ ১১	১ ২	২	২		
	বসন্‌তের্	চুম্‌বনেতে	বিবশ্	দশ্	দিক্		= ৫+৫+৫+২
	২ ১ ১ ২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
৩.	ঐ আসে ঐ	অতি	ভৈরব	হরষে			= ৫+৫+৫+২
	১১ ২১১	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১			
	জলসিন্‌চিত	ক্ষিতি	সৌরভ	রভসে			= ৬+৬+৩

২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ২ ১ ১১১ | ১ ১
৪. মন্ত্রে সে যে পূত | রাখীর রাঙা সুতো | বাঁধন্ দিয়েছিনু | হাতে
=৭+৭+৭+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১১ ||
৫. তোমারে ডাকিনু যবে | কুন্জবনে || = ৮+৫

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ||
তখনো আমের্ বনে | গন্ধ ছিল || = ৮+৫
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

৬. আম্রের্ মন্জরী গন্ধ বিলায় ||

২ ২ ২ ২ ২ ১ | ১ ২ ||
চম্পার সৌরভ্ শূন্যে | মিলায় || =৮+৬
(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

দেখা গেল, কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রা থেকে ৮-মাত্রা পর্যন্ত যেকোনা মাপের হতে পারে। তবে, অমূল্যধন অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তে ৮-মাত্রার পূর্ণপর্বই পাবেন ('খ্যাতি আছে সুন্দরী' আর 'ত্রুটি ঘটে নুন্ দিতে'), এ রীতিতে ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব তিনি মানেন না। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র পঞ্চম দৃষ্টান্তে পাবেন ৮ আর ৫-মাত্রায় ২-টি জোড়া-পর্বের পদ, আর ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাবেন ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব, ৮-মাত্রার পর্ব তিনি পারতপক্ষে মানেন না।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২-মাত্রার মুক্তদল পাবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেখুন—

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ২১ ||
১. মন্দির বাহির | কঠিন কপাট ||

১১ ১১ | ২ ২ | ২ ২
২. তব শুভ | নামে | জাগে

১১ ১১ | ২ ১ ১ | ২ ২
তব শুভ | আশিস | মাগে

২ ২ | ১ ১ ১ ১ | ২ ২
গাহে | তব জয় | গাথা (প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

	২	১ ১	২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১ ১		
৩.	রে	সতি	রে	সতি	কাঁদিল	পশুপতি		
					২ ১ ১	১ ১	১ ১ ২	‖
					পাগল	শিব	প্রমথেশ্	‖

	২১	২ ১ ১ ১	২ ১	১ ১ ১ ১	‖
৪.	নীল	সিন্‌ধুজল	ধৌত	চরণতল	‖
	১ ১১	১ ২ ১ ১	২ ১ ১	২১ ১	‖
	অনিল-বিকম্‌পিত		শ্যামল	অন্‌চল	‖

মোটা হরফের প্রতিটি দলই মুক্তদল, তবু এদের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। লক্ষ করুন, দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়া প্রতিটি মুক্তদল এখানে বানানেও দীর্ঘস্বরান্ত (অর্থাৎ দলের শেষে আ-কার ঈ-কার এ-কার)। বানানে হ্রস্‌স্বরান্দ দলুগলি ১-মাত্রাই পেল। তাহলে ওপরের দৃষ্টান্তকটিতে দলের মাত্রাগোনার নিয়মটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ

(১) প্রতিটি হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের হ্রসব উচ্চার, ১-মাত্রা।

(২) প্রতিটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

(৩) প্রতিটি রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

তবে, ব্যতিক্রম কিছু কিছু থাকবেই, যেখানে মুক্তদল বানানো হ্রস্বস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ বা বানানে দীর্ঘস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে। এমনকী, রুদ্ধদলও কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে পড়ে। তাহলেও হ্রস্ব উচ্চারণে ১-মাত্রা আর দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রা—এ নিয়ম সব সময় বহাল থাকবে। ছন্দরীতি অবশ্যই কলাবৃত্ত, তবু আগেকার দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় এদের মাত্রারীতি একটু অন্যরকম, বিশেষ করে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়ার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্র- কলাবৃত্ত'। তবে আধুনিক কালের কবিতায় এর প্রয়োগ কিছু কিছু যে হয়েছে, শেষ ৩টি দৃষ্টান্ত তারই নমুনা।

৩৫.৩.৩ মিশ্রণ বা তানপ্রধান রীতি

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—**মিশ্রবৃত্ত** আর **তানপ্রধান**। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (word) শুরুতে আছে, না মাঝখানে, না

শেষে—তার ওপর। শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার আপনার আগেই জেনেছেন,—রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্ত রীতিতে। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল **মিশ্রবৃত্ত।** ধরুন 'রুদ্ধদল' শব্দটি। এতে আছে ৩টি দল—রুদ্-ধ-দল্। 'রুদ্' আর 'দল'—দলবৃত্ত রীতিতে ১-মাত্রার, কলাবৃত্ত রীতিতে ২-মাত্রার। কিন্তু, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে 'রুদ্' ১ মাত্রা পায় শব্দের শুরুতে আছে বলে, আর, 'দল্' ২-মাত্রা পায় শব্দের শেষে আছে বলে। 'রুদ্'-এর ১-মাত্রা পাওয়াটা যেমন দলবৃত্ত স্বভাব, 'দল্'-এর ২-মাত্রা পাওয়াটাও তেমনি কলাবৃত্ত-স্বভাব।

'তান' কথাটি অমূল্যধন কী অর্থে ব্যবহার করেন, তা আপনারা আগেই জেনেছেন। এইমাত্র জানলেন, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) মিশ্র স্বভাব দেখে এক শ্রেণির কবিতার ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র বললেন 'মিশ্রবৃত্ত'। সেই একই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণেই এ-রীতিকে তিনি বললেন **তানপ্রধান**।

এ 'তান' বা সুর সব শ্রোতার কানে না-ও বাজতে পারে। এ-রীতির 'তানপ্রধান' নামটিও তেমন পাঠক-শ্রোতার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। তবে, দলের মাত্রা নিয়ে একটু আগে যা লেখা হল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে থাকলে ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। স্তবক পড়তে পড়তে কানে সুর বাজুক বা না-ই বাজুক, ঐ মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান।

ধরুণ নীচের দৃষ্টান্তটি—

			১ ১	১ ১		১ ২ ১ ১ ১ ‖		
			শুধু	তব		অন্‌তর্‌বেদনা ‖		= ০ + ১০
১ ১ ২	১ ১	২ |	১ ১ ২	১ ১	১	১ ১ ১ ‖		
চিরন্‌তন্	হয়ে	থাক্ |	সম্‌রাটের্	ছিল	এ	সাধনা ‖		= ৮ + ১০

লক্ষ করুন,

(১) শুধু ত ব ইত্যাদি প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রা।

(২) শব্দের শুরুতে থাকা অন্ সম্ রুদ্ধদল-দুটি ১-মাত্রার।

(৩) শব্দের মাঝখানে-থাকা রন্ (চি-রন্-তন্) রুদ্ধদলটি ১-মাত্রার।

(৪) শব্দের শেষে থাকা তর্ (অন্-তর্), তন্, টের রুদ্ধদল-তিনটি ২-মাত্রার।

(৫) একটিমাত্র রুদ্ধদল দিয়ে তৈরি 'থাক্' শব্দটিও ২-মাত্রার।

এখানে ২টি কথা মনে রাখবেন—

(১) 'অন্‌তর্‌বেদনা' কথাটি ভাঙলে পাবেন ২টি পৃথক্ শব্দ 'অন্‌তর্' আর 'বেদনা'। 'তর্' রুদ্ধদলটি 'অন্‌তর্' শব্দের শেষে আছে, তাই ২-মাত্রার। এ রকম ২টি বা ৩টি শব্দের সমাজে তৈরি জোড়-লাগা কথা ভেঙে নেবেন।

(২) 'থাক্' রুদ্ধদলটি শব্দের একমাত্র দল। এ রকম রুদ্ধদলে ২-মাত্রাই ধরবেন।

এবারে নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা।

(২) রুদ্ধদলে ১-মাত্রা শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে।

(৩) রুদ্ধদলে ২-মাত্রা শব্দের শেষে

(৪) শব্দের একমাত্র রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

১. এই সূর্‌যকরে এই পুষপিত কাননে = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

জীবন্‌ত হৃদয়্-মাঝে যদি স্থান্ পাই = ৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

২. এ কথা জানিতে তুমি ভারত্-ঈশ্‌শর শা-জাহান্ = ৮+১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

কালস্রোতে ভেসে যায়্ জীবন্ যৌবন্ ধনমান্ =৮+১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১১ ১ ১ ২ ১ ১

৩. নামে সন্‌ধ্যা তন্‌দ্রালসা সোনার্ আঁচল্-খসা হাতে দীপ্‌শিখা =৮+৮+৬

১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১১১১

দিনের্ কল্‌লোর পর্ টানি দিল ঝিল্‌লিস্‌স্বর্ ঘন যবনিকা =৮+৮+৬

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২

৪. পৃথিবী ডাকিছে আপন্ সন্‌তানে বাতাস্ ছুটিছে তাই =৬+৬+৬+২

১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের্ সন্‌ধানে চলিয়াছে কত ভাই =৬+৬+৬+২

এই দৃষ্টান্ত-কটি থেকে লক্ষ করলেন, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে, পূর্ণপর্ব ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে।

৩৫.৩.৩ সারাংশ

বাংলা কবিতার ৩টি ছন্দরীতির চলতি নাম দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান তান প্রধান। প্রথম ৩টি নাম প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, পরের ৩টি অমূল্যধনের।

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে দল-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'দলবৃত্ত'। এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত লক্ষ করে অমূল্যধন এর নাম দিলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে কলা-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'কলাবৃত্ত'। যেহেতু, এ রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান, এবং ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে অক্ষরের মাত্রাও নির্দিষ্ট হয়, সেই কারণে অমূল্যধন একে বলেন 'ধ্বনিপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা ; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর রুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি ঃ

রুদ্ধদলের মাত্রার হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ১-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে দলবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে দলবৃত্ত। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ২-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে কলাবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে কলাবৃত্ত। কিন্তু, রুদ্ধদল যেখানে শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে ২-মাত্রার, সেখানে তার দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—১ মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব আর ২-মাত্রার কলাবৃত্ত-স্বভাব। ছন্দরীতিও তখন দুটি রীতির মিশ্রণে তৈরি। অতএব, এ রীতির নাম 'মিশ্রবৃত্ত'।

একই রীতির কবিতা পড়তে পড়তে একটা টানা সুর অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে বলে এই সুরের টানা বা 'তান'-কেই তাঁর এ রীতির বিশেষ লক্ষণ বলে মনে হত। অতএব, এ ছন্দরীতির নাম হল 'তানপ্রধান'। এ রীতেতে পূর্ণপর্বে সাধারণ ৬, ৮ বা ১০ মাত্রা।

৩৫.৫ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২১৬ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত

(খ) কেন এই নামকরণ, বুঝিয়ে দিন ঃ

শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান।

২. (ক) নীচের ছন্দরীতিতে কোন দলে কত মাত্রা, লিখুন ঃ দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, পূর্নযতির পরে প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন, নীচে ছন্দরীতির নাম লিখুন ঃ

i) বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপ-মালা

ii) এ গোঁফ যদি আমার বলিস করবো তোদের জবাই,
এই না বলে জরিমানা কল্‌লেন তিনি সবায়।

iii) আকাশে অসংখ্য তারা
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা
হেরি একদিঠি

iv) হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে সাধারণত কত মাত্রার পূর্ণপর্ব থাকে, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা কী, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, তানপ্রধান, কলাবৃত্ত

(খ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, লিখুন।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঘ) কোন ছন্দরীতিতে রুদ্ধদলে কখনো ১-মাত্রা, কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঙ) কোন ছন্দরীতিতে মুক্তদলে কখনো ১-মাত্রা কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

৩৫.৬ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দরীতি	পৃ-৩১, ৩২	পৃ-৯৮	×
দলবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৪৬	×	পৃ-৬৫, ৭১-৮৬
শ্বাসঘাতপ্রধান	×	পৃ-১০৯-১২	পৃ-৬৯
কলাবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫,২৩৭	×	পৃ-৬৫,৬৬,৮৭-৯৮
ধ্বনিপ্রধান	×	পৃ-১০৬-০৮	পৃ-৬৮
মিশ্রবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৬৫	×	পৃ-৬৬-৬৯,১০০-০৮
তানপ্রধান	×	পৃ-৯৯-১০৬	পৃ-৬৮